দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ .... 22 JAN 2017
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ...

পূর্বধলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪৩ প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য

■ পূর্বধলা (নেত্রকোনা) সংবাদদাতা

জেলার পূর্বধলা উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪৩ প্রধান শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। জ্যেষ্ঠ সহকারী শিক্ষকরা ওই শূন্য পদে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া উপজেলায় সহকারী শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে ১৬টি। প্রতিনিয়ত শিক্ষক অবসরে যাওয়ায় শূন্য পদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। কর্তৃপক্ষ ওইসব শূন্য পদে নিয়োগ না দেওয়ায় অধিকাংশ স্কুলের দাপ্তরিক ও শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম বিঘ্ন ঘটছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, উপজেলার ১১টি ইউনিয়নে ১৭৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। পদোন্নতি নিয়ে জটিলতার কারণে ২০০৯ সালে সহকারী শিক্ষকদের করা রিটের জের ধরে বন্ধ রয়েছে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ। বার বার হাইকোর্টে রিটের কারণে আটকে গেছে পদোন্নতি। এরই মধ্যে পূর্বধলায় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃক প্রধান শিক্ষক নিয়োগের চাহিদাপত্র দিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে বিলম্ব হচ্ছে। যার ফলে শিক্ষক সংকটে পূর্বধলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পাঠদান প্রক্রিয়ায় মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

উপজেলার কালডোয়ার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাকির আহমদ খান কামাল জানান, যেসব বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই সেসব বিদ্যালয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধের কারণে সহকারীদের দিয়ে পাঠদান করানো হচ্ছে। যা সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রম ও পাঠদান কর্মসূচিতে ব্যাঘাত অনিবার্য। তিনি বলেন, শিক্ষাদান করতে হলে নিয়োগদান প্রক্রিয়া চালু করলে সমস্যার সমাধান হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভুক্তভোগী ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকরা বলেন, 'আমরা সকাল ৯টা থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ৫-৬ ঘণ্টা ক্লাস নেই। এছাড়াও বিদ্যালয় বহির্ভূত রাষ্ট্রীয় কাজ যেমন ভোটগ্রহণ, ভোটার তালিকা প্রণয়ন, শিশু জরিপ আদমশুমারিসহ অফিসিয়াল নানা কাজ করে থাকি।'

তারা আরো জানান, 'নির্ধারিত ক্লাস নেওয়ার পাশাপাশি ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের অতিরিক্ত দায়িত্বও পালন করতে হয়। একদিকে দাপ্তরিক কাজ আবার অন্যদিকে ক্লাস নেওয়া সব মিলিয়ে পাঠদানে ব্যাঘাত তো ঘটবেই।' উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. তৌফিকুল ইসলাম বলেন, শিক্ষকের অভাবে শিক্ষা কার্যক্রম কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। আশা করি, নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু হলে এসব সমস্যা থাকবে না।